কালের কণ্ঠ

তারিখ 15 SEP 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব নেবে সরকার

ফারজানা লাবনী ▷

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে সরকারের রাজস্ব পাওনা ৭৫ কোটি ৭১ লাখ টাকা। নিবন্ধনের বাইরেও রয়ে গেছে অনেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীদের টিউশন ফির ওপর ভ্যাট প্রত্যাহারের পর এবার এসব প্রতিষ্ঠান থেকে রাজস্ব আয়ের হিসাব নেবে সরকার। দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাবসংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য গতকাল সকালেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) নির্দেশ দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিভিন্ন কর অঞ্চল এবং ভ্যাট কমিশনারেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গতকাল প্রায় সারা দিন কাজ করে একটি খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করেছে সংস্থাটি। প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে এনবিআরের দায়িত্বশীল একটি সূত্র।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনবিআরের করনীতি শাখার এক কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ১৫ শতাংশ হারে কর রয়েছে। পড়ার মান না থাকলেও অনেক নামসর্বস্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রচুর শিক্ষার্থী ভর্তি করে উচ্চ অঙ্কের ফি নিয়ে থাকে। অথচ তারা সরকারকে রাজস্ব পরিশোধ করছে না।

এনবিআরের খসড়া প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে, কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাজস্ব পরিশোধসংক্রান্ত মামলা চলছে। এতে রাজস্ব আদায়প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিবরণীতে আয় ও ব্যয়সংক্রান্ত হিসাবের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই। অনেক অনুমোদনবিহীন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এনবিআরের নিবন্ধন পর্যন্ত নেয়নি। তারা নিয়মিত রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে চলেছে। তবে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়সংক্রান্ত হিসাবে স্বচ্ছতা রয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে, ১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪৭ কোটি ৭৭ লাখ টাকা আয়কর পাওয়া গেছে। রাজধানীতে এনবিআরের নিবন্ধিত ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনবিআরের পাওনা ১০৫ কোটি ৪৪ লাখ টাকা, অথচ এরা পরিশোধ করেছে ৩৯ কোটি ৩১ লাখ টাকা। রাজধানীর বাইরের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮ কোটি তিন লাখ টাকা পাওনা থাকলেও এনবিআর আদায় করতে পেরেছে আট কোটি ৪৫ লাখ টাকা।